Discuss the philosophical hymns and their importance of the Rgveda.(ঋগ্বেদের দার্শনিক সূক্তের গুরুত্ব আলোচনা কর)।

Ans. পণ্ডিতদের মতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের সর্বপ্রথম লিখিত সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় ঋগ্বেদ সংহিতায়। প্রথম অবস্থায় যা ছিল বহুদেবতাবাদ, ক্রমশঃ তা অতিদেবতাবাদের মধ্য দিয়ে একেশ্বরবাদে পরিণত হয়েছে। ব্যবহারিক জীবনের আশা-আকাঙ্খার চরিতার্থতার জন্যে যে যজ্ঞীয় ধর্মকর্মের সূত্রপাত ঘটেছিল, ঋগ্বেদ সংহিতার মধ্যেই তা ক্রমশঃ দার্শনিক জিজ্ঞাসায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

দার্শনিকসূক্ত কি ঃ ঋগ্বেদের কতকগুলি সূক্তে ধর্ম, জগৎ ও জীবন, সৃষ্টি রহস্য, একেশ্বরবাদ প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতর দার্শনিক চিন্তার প্রভাব সুস্পষ্ট। সমালোচকেরা এই ধরনের সূক্তগুলিকে দার্শনিকসূক্ত বা Philosophical Hymns নামে আখ্যাত করেছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত অধ্যাপক Winternitz-এর মতে---"But there are about a dozen of hymns in the Rgveda which we can designate as philosophical hymns." এদের সংখ্যা অল্প হলেও তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী।

দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত ঃ ঋগ্বেদের দার্শনিক চিন্তা সমৃদ্ধসূক্তগুলির অধিকাংশই দশমমন্ডলে রয়েছে। অবশ্য অন্য মন্ডলেও কিছু কিছু দার্শনিক তথ্য সমৃদ্ধ সূক্ত পাওয়া যায়। যেমন---প্রথম মন্ডলের ১৬৪ সংখ্যক সূক্তে সেই বিখ্যাত মন্ত্রটি পাওয়া যায়, যেখানে বলা হয়েছে---

"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।" ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটিতেই বহুদেবতাবাদের মধ্যে এক দেবতাবাদের সূচনা হয়েছে।

কিছু দার্শনিক সূক্তের আলোচনা

(ক) ইন্দ্রসূক্ত (২/১২) ঃ ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মন্ডলের ইন্দ্রসূক্তে দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। যেখানে প্রতিটি মন্ত্রে এই হিরণ্ময় দেবতার অস্তিত্ব ও মহিমা দৃঢ়ভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে, 'স জনাস ইন্দ্রঃ' ---এই ধ্রুব পদের দ্বারা। ইন্দ্রের এই মহত্ত্ব কীর্তনের অন্তরালে নিহিত আছে সেই সর্বব্যাপী পরম সত্তার ধারণা।

(খ) পুরুষসূক্ত (১০/৯০) ঃ ঋগ্বেদে বহু আলোচিত দার্শনিক সূক্তগুলির মধ্যে অন্যতম হল পুরুষসূক্ত। এই সূক্তে জগৎ স্রষ্টার বিশ্বব্যাপী রূপের আভাস স্পষ্ট। সৃষ্টির সূচনায় পুরুষ কিভাবে নিজেকে সমর্পণ করলেন, কিভাবে সেই একক সত্তা স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বব্রহ্মান্ডে পরিণত হল তার কাব্যধর্মী বর্ণনা আছে এই সূক্তে। জগতের যা কিছু সৃষ্ট পদার্থ সবই এই পুরুষ---

"পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চভব্যম্"। তাঁর মন থেকে চন্দ্র, চক্ষু থেকে সূর্য, মুখ থেকে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং প্রাণ থেকে বায়ুর উৎপত্তি হয়েছে। বৈদিক ঋষিকবিদের যথার্থ উত্তরসূরী বাংলার ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়—

"আছ অনল অনিলে চির নভোনীলে
ভূধর সলিলে গহনে
আছ বিটপী লতায়
জলদেরই গায়,
শশি তারকায় তপনে।"

উপনিষদের যুগে এই চিন্তাই ব্রহ্মবাদে পরিণত হয়েছে।

Scanned by CamScanner

(গ) হিরণ্যগর্ভসূক্ত (১০/১২১) : ঋগ্বেদ সংহিতায় বহুদেবতার উল্লেখ আছে। সাধারণ মানুষ এই দেবতারণ্যে বিভ্রান্ত, দিশেহারা ও সংশয়ী হয়ে উঠেছিল। সেই সংশয়ের প্রকাশ রয়েছে হিরণ্যগর্ভ সূক্তে। বহুদেবতার অস্তিত্বে সন্দিহান ঋষি এই সূক্তে হিরণ্যগর্ভকেই জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টিকর্তা ও পালন কর্তারূপে বর্ণনা করেছেন—"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।" ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন যে, এই মন্ত্রটিতে আমরা একেশ্বরবাদের বীজরূপে অতিদেবতাকে পাই।

(ঘ) বাক্ বা দেবীসূক্ত (১০/১২৫) : অম্ভৃণ্ ঋষির কন্যা বাক্ বিরচিত পরমাত্ম সূক্ত যা দেবীসূক্ত নামেই অধিক পরিচিত। নারী ঋষি বাক্ এখানে সমস্ত দেবতার সঙ্গে নিজের একাত্মতা ঘোষণা করেছেন---তিনি বলেছেন যে, তিনি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে আবিষ্ট আছেন, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোকে স্পর্শ করে থাকেন—"অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।" পরবর্ত্তী বহু ভারতীয় দর্শনে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার একাত্মতা ঘোষিত হয়েছে। তাছাড়া উপনিষদ ও বেদান্তে ব্যক্ত দার্শনিক ভাবনার উৎসরূপে ও একে গ্রহণ করা যায়। তাই অনেকে এই সূক্তটিকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলে মনে করেন।

(ঙ) রাত্রিসূক্ত (১০/১২৭) : রাত্রির রূপ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে দেবীরূপিনী মহাশক্তির মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ঋষি কুশিক বলেছেন---

"ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ।
জ্যোতিষা বাধতে তমঃ।।"

দেবীরূপিণী রাত্রি সর্বত্র ব্যাপ্ত রয়েছেন। তিনি আলোকের দ্বারা অন্ধকারকে নাশ অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞতারূপ তমিস্রারই বিনাশ করেছেন।

(চ) নাসদীয়সূক্ত (১০/১২৯) : জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাই দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত ঘটায়। এই ধরণের জিজ্ঞাসার অবতারণা দেখতে পাই নাসদীয় সূক্তে। সৃষ্টি বিষয়ে বৈদিক ঋষিদের চিন্তা যে কতখানি সূক্ষ্মতা অর্জন করেছিল তার জ্বলন্ত প্রমাণ এই সূক্তটি। সৃষ্টির পূর্বে সৎ-অসৎ, মৃত্যু-অমৃতত্ত্ব, দিন-রাত্রি কোন কিছুই ছিল না। সমস্ত স্থান ছিল অন্ধকার ও জলে আচ্ছন্ন। বৈদিক ঋষির এই অনুভূতিতে ফুটে উঠেছে সর্বব্যাপী এক মহাশূন্যতার চিত্র---

"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নো ব্যোমো পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য সর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্।।"

সূক্তটিতে বলা হয়েছে, সৃষ্টির পূর্বে যা আছে তাও ছিল না, যা নেই তাও ছিল না। তারপর তপস্যার প্রভাবে একটি সত্তার আবির্ভাব হল। সেই বুদ্ধিযুক্ত সত্তায় কামনার উদ্ভব হল। সেই কামনা থেকেই সৃষ্টি হল.উদ্ভূত। নাসদীয় সূক্তে এই তত্ত্বোপলব্ধি বর্ণিত হয়েছে।

(ছ) অঘমর্ষণ সূক্ত (১০/১৯০) : সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই সূক্তে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে ঋত ও সত্য, পরে রাত্রি ও সমুদ্রের উদ্ভব হয়েছে। এই সমুদ্র থেকে সংবৎসর সৃষ্টি হয়েছে। এরপর যথাকালে সৃষ্টিকর্তার দ্বারা সূর্য, চন্দ্র, স্বর্গ, মর্ত্য এবং আকাশ সৃষ্টি হয়েছে---

Scanned by CamScanner

"সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথ স্বঃ।।"

ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়---.

"লক্ষ কোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে প্রকান্ড সুষমা,
ছন্দ নাহি ভাঙে তার সুর নাহি বাধে,
বিকৃতি না ঘটায় স্খলন," (রোগশয্যায-২১)

(জ) বিশ্বকর্মাসূক্ত (১০/৮১) ঃ এই সূক্তে বলা হয়েছে যে, বিশ্বকর্মা দ্যাবা-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি বিধাতা। তিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা। তিনিই একমাত্র আছেন এবং সকল দেবতার নামধারণ করেন। এই বর্ণনা থেকে মনে হয় একই শক্তির উদ্দেশ্যে ঐ সূক্ত দুটি রচিত হয়েছিল। তিনিই পরম শক্তি বা ঈশ্বর। তাঁকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। যখন তাঁর স্রষ্টারূপকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি বিশ্বকর্মা, আর যখন তাঁর প্রভূত শক্তির উপর জোর দেওয়া হয়েছে তখন তিনি প্রজাপতি। এভাবে একেশ্বরবাদী চিন্তা বীজাকারে ঋগ্বেদে আবির্ভূত হয়েছিল।

উপসংহার ঃ বীজাকারে নিহিত এই দার্শনিক চিন্তাধারা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে উপনিষদে পল্লবিত হয়েছে। এই সূক্তগুলিতে একদিকে যেমন সৃষ্টি বিষয়ে আর্যঋষিদের ধ্যান-ধারণা প্রকাশিত হয়েছে। অপরদিকে তেমনি বহুর মধ্যে একক, বহুদেবতার মধ্যে একক মহাসত্তার আভাস অভিব্যক্ত হয়েছে। এই সকল দিক থেকে ঋগ্বেদের দার্শনিক সূক্তগুলির মূল্য অপরিসীম। পণ্ডিত প্রবর ম্যাক্সমূলারের কথায়---"The great divinity of the Gods is one."

Sukumar Khorda.

Scanned by CamScanner